যুগান্তর

তারিখ ... 15 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

# নরসিংদীতে অজ্ঞাত রোগে একই স্কুলের ৭৪ শিক্ষার্থী শিক্ষক অসুস্থ

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার আদিয়াবাদ ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজে শনিবার সকালে অজ্ঞাত রোগে ৪ শিক্ষকসহ প্রায় ৭০ ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় ২০ জনকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়িতে পাঠানো হয়। তাদের প্রচণ্ড মাথাব্যথা, খিচুনি ও বমি অনুভূত হচ্ছে বলে জানা গেছে। এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ ও আক্রান্তরা জানিয়েছেন, গত ১১ ও ১২ জুলাই নিচতলা ও দ্বিতীয় তলার ক্লাসরুমগুলোতে ১৪/১৫ জন শিক্ষার্থী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাদের মাথায় পানি ঢেলে সুস্থ করা হয়। তাদের মধ্যে ছাত্রী মৌসুমীসহ ৩ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। শনিবার সকাল ৯টার দিকে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসরুমে ঢোকার কিছুক্ষণ পরে তীব্র গন্ধ পায়। এ সময় একের পর এক ছাত্রছাত্রী ঢলে পড়ে ও অজ্ঞান হয়ে যায়। তাদের প্রচণ্ড মাথাব্যথা, খিচুনি ও বমি শুরু হয়। এ সময় তাদের সেবা করতে গিয়ে তিন শিক্ষক ও ১ শিক্ষিকাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারা হলেন— মাসুমা বেগম, কবির হোসেন, শ্যামল কুমার বর্মণ ও এহতেশামুল হক। তাদের অবস্থার অবনতি হলে নরসিংদী জেলা প্রশাসককে বিষয়টি জানানো হয়। তিনি সিভিল সার্জনসহ মেডিকেল টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। অবস্থার উন্নতি না হলে ৫টি অ্যাম্বুলেন্সে করে আক্রান্তদের জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই ছাত্রী যুগান্তর

স্কুল ৩ দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অসুস্থ হওয়ার কারণ খুঁজে বের করতে বিকালে ঢাকা থেকে বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিম ও সাভার থেকে সেনাবাহিনীর

অসুস্থ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৮

## অসুস্থ : নরসিংদীতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে। সিভিল সার্জন নরেন্দ্র সিংহা জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের হঠাৎ অসুস্থতার কারণ খুঁজে বের করতে ডা. নজিব আহম্মেদের নেতৃত্বে গঠিত ৬ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড আক্রান্তদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু এখনও রোগটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গরমে ২/৩ শিক্ষার্থী অজ্ঞান হওয়ার পর অন্যরা আতংকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ ঘটনায় আশপাশের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চরম আতংকের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম জানায়, নরসিংদীর রায়পুরায় আদিয়াবাদ ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজের অসুস্থ যে তিন ছাত্রীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তারা ম্যাড হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত বলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। বুধবার থেকে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেন। তাদের প্রথমে মাথাব্যথা শুরু হয়। সেই সঙ্গে বমি বমি ভাব, হাত পা জ্বালাপোড়া ও খিচুনি হতে থাকে। এক পর্যায়ে আক্রান্তরা সংজ্ঞা হারায়।

শনিবার পর্যন্ত শিক্ষক কবির হোসেন, সুমনা বেগম, শ্যামল কুমার বর্মণ, এহতেশামুল হকসহ শতাধিক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানান প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নূর সাখাওয়াত হোসেন। তাদের মধ্যে দশম শ্রেণীর ছাত্রী উম্মে আক্তার সাথী (১৫), মুশফিকা জাহান মৌসুমী (১৪) ও নবম শ্রেণীর ছাত্রী আলেয়া আক্তারকে (১৬) শনিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তাদের হাসপাতালের মানসিক স্বাস্থ্য ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

নূর সাখাওয়াত হোসেন জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে আতংক দেখা দেয়ায় প্রশাসনের পরামর্শে তিন দিনের জন্য স্কুলটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক ডা. আবদুল আজিজ জানান, এটি ম্যাড হিস্টিরিয়ার লক্ষণ। বেশ কয়েক বছর আগে বগুড়ার এক ছাত্রী হোস্টেলে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে। পরে ওই হোস্টেল বন্ধ করে দেয়া হয়। চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ থেকে পুরোপুরি আরোগ্য হওয়া সম্ভব বলে জানান তিনি।

চিকিৎসকরা এই রোগকে ম্যাড হিস্টিরিয়া বললেও সাথীর চাচা আসাদুল্লাহর ধারণা, কোন ধরনের বিষক্রিয়া থেকেই এ ঘটনা ঘটেছে। নইলে এত শিক্ষার্থীর এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা নয়।

নরসিংদীর জেলা প্রশাসক মোঃ জিল্লার রহমান জানান, স্থানীয়ভাবে চিকিৎসকদের পাশাপাশি ঢাকা থেকে আসা উচ্চ পর্যায়ের একটি মেডিকেল টিম ও সেনাবাহিনীর একটি চিকিৎসক দল ঘটনাস্থল পৌঁছে রোগের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অসুস্থ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্থানীয় হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।